গ্যারি বেকার : অর্থনীতির দিগন্তবিস্তারি নাবিক

মৈত্রীশ ঘটক

বাঙালি বামপন্থার শ্যামল তরুছায়ায় বড় হয়ে, আমেরিকার পূর্ব-উপকুলের উদারপন্থী ভাবধারার একটা মোলায়েম সংস্করণের সাথে, যেখানে সরকার ও বাজার দুয়েরই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে , আলাপ ও ভাব-ঝগড়ার আজীবন সখ্যতার সম্পর্ক স্থাপন হল। এই অবধি ঠিক ছিল । কিন্তু শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের উগ্র মুক্ত -বাজারপন্থী অর্থনীতি বিভাগে অনুজ অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেবার আহ্বান পেয়ে খানিকটা "দেখি কি হয়" গোছের অ্যাডভেঞ্চারের ঝোঁকে রাজি হয়ে যোগ দেবার পর তো আক্কেল গুড়ুম - মনে হল এ কোন গ্রহে এসে পড়েছি! এক সহকর্মী বললেন, কেউ স্বেচ্ছায় ক্রীতদাস হিসেবে নিজেকে বিক্রয় করতে চাইলে, তাকে আটকাবার আমাদের কী অধিকার আছে? আবার কেউ বললেন, ঘুষ অতি উত্তম জিনিস। সরকারি নিয়মকানুনই হল যত সমস্যার মূলে, আর বাজার যেমন মূল্যের ওঠাপড়া দিয়ে সম্পদের দক্ষ বণ্টন করে, ঘুষও তাই করে। আরেকজন বললেন যে মাদকদ্রব্য, বন্দুক, মানুষের শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ (যেমন কিডনি) এগুলো অবাধে কেনাবেচা আইনি করে দেওয়া উচিত। যেমন, বন্দুক অবাধে কেনাবেচা হলে নাকি অপরাধ এবং খুনজখম কমবে, কারণ সাধারণ নাগরিকরাও পকেটে বা ব্যাগে বন্দুক নিয়ে ঘুরবেন, অপরাধীরা বেশি সুবিধা করতে পারবে না!

এই ধরনের অনেক চিন্তা এবং যুক্তির ঠিকানা খুঁজলে রাস্তা এসে শেষ হবে যাঁর অফিসের দোরগোড়ায়, তিনি হলেন অর্থনীতির শিকাগো ঘরানার এক প্রবাদপুরুষ, নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ গ্যারি বেকার। সম্প্রতি তিরাশি বছর বয়েসে তিনি মারা গেলেন।

অনেকেই জানেননা হয়তো যে পরবর্তী জীবনে মুক্ত-বাজারপন্থী হিসেবে পরিচিত হলেও, প্রথম যৌবনে মিলটন ফ্রিডম্যানের মত গ্যারি বেকারও সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন। বেকারের সাথে যখনই কথা বলার সুযোগ হয়েছে , তাঁকে নিখাদ বুদ্ধিজীবি মনে হয়েছে। নানা বিষয়ে উৎসাহ ও জ্ঞানের পরিধি, এবং গবেষণা নিয়ে দিনরাত অক্লান্ত সাধনায় তিনি আমাদের মত নবীনদের লজ্জায় ফেলতেন। মনে পড়ে কোন কোন রবিবারে সন্ধেবেলা সামাজিকতা এড়িয়ে চুপিচুপি যখনই অফিসে একটু কাজ করতে গেছি , দেখতাম সব অফিস অন্ধকার, শুধু সত্তরোর্ধ বেকারের অফিসে আলো জ্বলছে।

অর্থনীতি বিষয়টি বলতে কি বোঝেন জিজ্ঞেস করলে বিষয়ের বাইরের লোকেরা হয়ত বলবেন বাজার-মূল্যবৃদ্ধি-মন্দা বা আয়-ব্যয়-সঞ্চয় । খবরের কাগজের পাতায় কিছু একটা উঠছে কিছু একটা পড়ছে , কিছু একটা ডিগবাজি খাচ্ছে, আর পকেটে টান এই হল আমাদের দৈনিক জীবনে তার উপস্থিতি। অর্থনীতি বিষয়টি সম্পর্কে খানিকটা অবহিত হলে হয়তো বলবেন চাহিদা ও জোগান, সম্পদের বণ্টন, অর্থনৈতিক বিকাশ বা বাণিজ্যচক্র।

বর্ণবৈষম্য, আত্মহত্যা, নেশা, অপরাধ, এবং দুর্নীতি, এই সব সামাজিক সমস্যা কি মূলধারার অর্থনৈতিক চর্চার বিষয় হতে পারে? বিবাহ, পরিবার পরিকল্পনা, সন্তানের সঙ্গে মা-বাবার সম্পর্ক এই সব বিষয়ে অর্থনীতির কি কিছু বলার থাকতে পারে? অর্থনীতির দুনিয়ায় এখানেই গ্যারি বেকারের অপরিসীম গুরুত্ব। অনেক সমালোচনা ও উপহাস উপেক্ষা করে তিনি একের পর এক অর্থনীতির সঙ্গে আপাত-সংযোগহীন বিষয়কে টেনে এনেছেন অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের কাঠামোর মধ্যে।

কিছু কিছু ক্ষেত্রে মনে হবে, অর্থনীতির তত্ত্বের আলোয় বিশেষ কোনও অন্তদৃষ্টি লাভ হল না। আর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মনে হবে দস্যু মোহনের গল্পের মত, 'কোথা হইতে কি হইয়া গেল, মোহনের হাতে পিস্তল' - অর্থাৎ, শেষ পর্যন্ত মুক্ত বাজারই বিজয়ী। বেকারের কাজে বাজার অর্থনীতির প্রতি এই ধরনের একটা পক্ষপাত অবশ্যই আছে। কিন্তু সে সব সত্ত্বেও মূলধারার অর্থনীতির যুক্তির সূক্ষ্ম এবং সৃষ্টিশীল প্রয়োগে গ্যারি বেকার অতুলনীয়। ব্যক্তিগত মতামত ছেড়ে অর্থনীতির গবেষণার জগতে যেটাকে বিষয়ের ওপর প্রভাবের নৈর্ব্যক্তিক মাপকাঠি বলে ধরা হয়, অর্থাৎ অন্য গবেষকদের লেখায় উল্লেখের সংখ্যা, সেই মাপকাঠি বলবে, বেকারের সর্বাধিক উল্লিখিত গবেষণা হল মানবিক মূলধন (human capital) নিয়ে ১৯৬৪ সালে লেখা তাঁর বই। গুগল স্কলারে এর উল্লেখ প্রায় চব্বিশ হাজার। আধুনিক মূলধারার অর্থনীতির দিকপাল জন মেনার্ড কেইন্স, পল সামুয়েলসেন, কেনেথ অ্যারো, বা মিলটন ফ্রিডম্যান এঁদের কারও কোন একক বই বা গবেষণাপত্রের এত উল্লেখ নেই।
অর্থনীতি-শাস্ত্রের মূল তিনটি যুক্তিকে বিভিন্ন এবং বিচিত্র অর্থনৈতিক এবং সামা জিক ঘটনাবলীর বিশ্লেষণ করতে ব্যবহার করেছেন বেকার । প্রথমত, মানুষ খামখেয়ালি নয়, সে যেকোনো পরিস্থিতিতে সিদ্ধান্ত নেয় কোন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে। এই উদ্দেশ্যের মূলধারার অর্থনীতিতে পরিচিত উদাহরণ হল , ব্যবসায়ীর ক্ষেত্রে সর্বাধিক লাভ অর্জন করা, শ্রমিকের ক্ষেত্রে একই কাজের জন্যে সর্বোচ্চ মজুরি যেখানে পাওয়া যাবে সেখানে চাকরি করা , আর গৃহস্থের কাছে একই মানের জিনিসের সর্বনিম্ন দাম বাজার ঘুরে খুঁজে বার করা হতে পারে। দ্বিতীয়ত , এই সিদ্ধান্তগুলো বিভিন্ন জিনিসের দাম, মানুষের আয় ও সম্পদ, এবং বিভিন্ন পেশায় মজুরির হারের ওপর নির্ভর করে । যেমন, দাম বাড়লে লোকে সেই জিনিস কম কিনবে বা শস্তার কোন বিকল্প ব্যবহার করবে। তৃতীয়ত , ট্র্যাফিক লাইট যেমন ব্যস্ত রাজপথে অজস্র যানবাহনের গতিপথ কে নিয়ন্ত্রণ করে, সেইরকম বাজারের শক্তি অজস্র মানুষের অগণিত সিদ্ধান্তের মধ্যে ভারসাম্য আনে বি ভিন্ন পণ্য ও পরিষেবার মূল্য এবং বিভিন্ন পেশায় আয়ের ওঠা নামার মাধ্যমে। কোন কিছুর চাহিদা বাড়লে দাম বাড়বে , আবার সেই সবুজ সিগনাল দেখে যোগান বাড়লে, দাম কমবে, অর্থাৎ সিগনাল রঙ পালটে লাল হবে। এই কাঠামোর ওপর ভিত্তি করে বেকারের অর্থনীতির প্রথাগত সীমানার পেরিয়ে অভিযানের কতগুলো উদাহরণ দিই ।

১৯৫৫ সালে মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে বেকার যে বিষয় নিয়ে তাঁর ডক্টরেট ডিগ্রি করেন, তা হল বৈষম্যের অর্থনীতি। ২০০৮ সালের যে আমেরিকায় একজন কৃষ্ণাঙ্গ রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন , পঞ্চাশের দশকের আমেরিকা তার বহু আলোকবর্ষ দূরে । সমাজ -রাজনীতি-অর্থনীতি সমস্ত ক্ষেত্রে কৃষ্ণাঙ্গরা আক্ষরিক অর্থে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক, নানা রকম বাধা নিষেধ এবং বৈষম্যের শিকার। বেকার এই সমস্যাটা যে দৃষ্টিতে দেখলেন তা সেই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে এতটাই অভিনব, যে মনে হয় যেন অন্য কোন গ্রহের এক অভিযাত্রীর বিবরণ । বেকার প্রশ্ন তুললেন অর্থনীতির দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কাকে বৈষম্য বলব? ধরুন, একটা চাকরির জন্য দু' জন প্রার্থীর যোগ্যতা একেবারে এক। কিন্তু, আপনি কোনও ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের ভিত্তিতে এক জনকে নিলেন না, অন্য জনকে নিলেন। চাকরির বাজারে যদি প্রার্থীর অভাব না থাকে, তবে চাকরিদাতার কোনও সমস্যা নেই, ব্যক্তিগত অপছন্দের ভিত্তিতে কাউকে না নিলেও তাঁর চলবে। কিন্তু, বাজারে কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা যদি সীমিত হয়? সেই অবস্থাতেও কেউ চাইলে বৈষম্য করতেই পারেন, কিন্তু নিখরচায় নয়। এই 'বিলাসিতা' করতে গেলে লাভ কমে যাওয়া মেনে নিতে হবে, কারণ তিনি গায়ের রঙ বা ধর্ম বা অন্য কোনও (চাকরির ক্ষেত্রে) অপ্রাসঙ্গিক কারণে যাঁকে নিলেন না, তাঁর জায়গায় তুলনায় অল্প যোগ্যতার কাউকে নিয়োগ করলেন। বেকারের যুক্তি হল, বাজারে অন্য যে নিয়োগকর্তারা শুধু লাভ-লোকসান দেখেন, তাঁরা এই যোগ্য কৃষ্ণাঙ্গ শ্রমিকদের কম মজুরিতে নিয়োগ করবেন এবং এঁদের প্রতিযোগিতার চাপে শেষে বৈষম্যকারী নিয়োগকর্তাদেরই বাজার ছেড়ে চলে যেতে হবে। যে দোকানদাররা কৃষ্ণাঙ্গদের পণ্য বেচতে অস্বীকার করেন, তাঁদের ক্ষেত্রেও ঠিক এই ঘটনাটাই ঘটবে। মানতেই হবে বৈষম্য বিষয়টির অনেক দিক, অনেক জটিলতা আছে, এবং বেকারের গল্পটি খানিকটা অতিসরলীকৃত। কিন্তু আর্থিক ভাবে কুশলী নয়, এমন যে কোনও অভ্যাস বা সামাজিক রীতিকে (তা সে ভাল হোক বা মন্দ) বাজারের শক্তি কী ভাবে ক্ষইয়ে দিতে পারে, সেটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখানোই এই তত্তের সবচেয়ে বড় অবদান।

এবার আসা যাক অপরাধের অন্ধকার জগতে। বেকারের অপরাধীরা একদম ব্যবসায়ীদের মত হিসেব করে - সফল হলে লাভ আর ধরা পড়লে ধোলাই এবং পরে জেলে যাবার ঝুঁকির ক্ষতির তুল্যমূল্য হিসেব করে তারপর তারা ঠিক করে কুকাজ করবে, নাকি সৎপথে থেকে স্বল্প হলেও কম ঝুঁকির আয় রোজগার করবে। তাই অভাব যত বেশি হবে, তত মানুষ অপরাধের দিকে ঝুঁকবে, তাতে ঝুঁকি যতই থাক আর প্রত্যাশিত লাভ যতই কম হোক। এ না হয় সহজ কথা, কিন্তু শাস্তির ব্যবস্থা কিরকম হওয়া উচিৎ? ধরা যাক অপরাধীদের ধরা এবং ধরতে পারলে শাস্তি দেওয়া দুটোই সমাজের পক্ষে খরচসাপেক্ষ । বেকারের তত্ত্ব বলে যে অপরাধীরা যদি ঝুঁকি নিতে ভালোবাসে তাহলে শাস্তির মাত্রা কম করে, ধরা পড়ার সম্ভাবনা যথাসম্ভব বাড়িয়ে দেওয়া উচিৎ। কারণ এই ধরণের অপরাধীরা জুয়াড়িদের মত, শুধু লাভ করতে নয়, ঝুঁকি নিয়ে লাভ করতে ভালোবাসে, তাই সেই আনন্দ মাটি

করার প্রকৃষ্ট উপায় হল ধরা পড়ার সম্ভাবনা বাড়িয়ে দিয়ে সেই ঝুঁকি কমিয়ে দেওয়া। কিন্তু আর পাঁচজনের মত অপরাধীরাও যদি ঝুঁকি-বিমুখ হয়, তাহলে তারা লাভের অঙ্ক সম্ভাব্য ক্ষতির অঙ্কের থেকে অনেক বেশি না হলে ঝুঁকি নিতে চাইবেনা। এদের ক্ষেত্রে ধরা পড়ার সম্ভাবনা কম করে, ধরা পড়লে পর শাস্তির মাত্রা যথাসম্ভব বাড়িয়ে দেওয়া উচিৎ।

বৈষম্য বা অপরাধের ক্ষেত্রে যদি অর্থনীতির যুক্তি প্রয়োগ করা যায়, বিয়ের বাজারেই বা নয় কেন? বলেছেন, ধরা যাক বিবাহযোগ্য সমস্ত ছেলে এবং মেয়েকে তাদের কোনও একটি যোগ্যতার ভিত্তিতে (যেমন, কে কত দূর লেখাপড়া জানে বা কাকে দেখতে কতখানি আকর্ষক) ক্রমান্বয়ে সাজিয়ে ফেলা হল। বেকার বলেছেন, মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতাই হল বিপরীত লিঙ্গের সবচেয়ে আকর্ষক মানুষটিকে বিয়ে করতে চাওয়া। কিন্তু, চাইলেই তো আর হয় না, সবচেয়ে আকর্ষক মেয়েটি সবচেয়ে আকর্ষক ছেলেটিকেই বিয়ে করবে। পরিভাষায় একে বলা হয় অ্যাসর্টেটিভ ম্যাচিং বা সমতুল্য সমন্বয়। ফলে, পরিবার তৈরি হওয়ার সময়েই এক পরিবারের সঙ্গে অন্য পরিবারের বৈষম্যও তৈরি হচ্ছে। তাই বংশগতির প্রভাব যদি বাদও দিই, মা-বাবা উচ্চশিক্ষিত হলে সন্তানও শিক্ষিত হওয়ার সম্ভাবনা যে বাড়ে, সেটা অস্বীকার করবে কে? এবং, উচ্চশিক্ষিত সন্তান পরে বিয়ের বাজারে গেলে তার সমযোগ্য সঙ্গীই পাবে এবং পরবর্তী প্রজন্মও তার সুফল পাবে। বেকার বলেছেন, এটা এমনই এক অসাম্য, বিত্তের কোনও পুনর্বণ্টনেই যাকে দূর করার জো নেই।

শুধু গবেষণা নয়, বেকার নিয়মিত সংবাদপত্রে প্রবন্ধও লিখতেন। মুক্ত বাজারের প্রতি ঝোঁক অবধি ঠিক ছিল, কিন্তু চিলের একনায়ক পিনোশে-র বাজারমুখী সংস্কারের সমর্থনে এবং তাতে শিকাগো ঘরানার অর্থনীতিবিদদের ভূমিকা নিয়ে ওঁর একটি লেখা পড়ে হতাশ হয়েছিলাম। প্রশ্ন জেগেছিল, প্রকৃত উদারবাদী হলে রাষ্ট্রের দমনপীড়ন সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন কী করে থাকা যায়? তবে এও ঠিক যে উদ্দেশ্য পছন্দ হলে যে কোন পন্থাই সমর্থনীয়, এই মনোভাব বাজারপন্থীদের একচেটিয়া নয়, বাম বা দক্ষিণ দুই তরফেই তার উদাহরণ প্রচুর।

অর্থনীতি ও রাজনৈতিক মতাদর্শকে শেষ বিচারে আলাদা করা যায় না। মুক্ত বাজারের যুক্তির অবাধ প্রয়োগ তো শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের আলোচনাসভায় বুদ্ধিচর্চায় সীমিত থাকে না। মতাদর্শ হিসেবে বাস্তব পৃথিবীতে তার পরিণামের কথা ভুলে গেলে চলবে না। সেই বিতর্ক আবশ্যক। কিন্তু রাজনৈতিক বা মতাদর্শগত বিরোধ সরিয়ে রেখে চিন্তার জগতে উৎকর্ষের কদর করা শুধু সৌজন্যের খাতিরে নয়, প্রতিপক্ষের শ্রেষ্ঠ যুক্তিগুলোর সঙ্গে মোকাবিলা করে নিজের চিন্তা বিকাশের জন্যেও প্রয়োজনীয়। তাই রাজনৈতিক মত নির্বিশেষে নিখাদ অর্থনীতির যুক্তির অভিনব প্রয়োগে বেকারের সৃষ্টিশীল কাজ থেকে অর্থনীতিবিদদের অনেক কিছু শেখার আছে বলে মনে হয়।

এই সৃজনশীলতার একটা উদাহরণ দিয়ে শেষ করি। কোনও এক দিন উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের ফলে অর্থনৈতিক অনটনের সমস্যার যদি সমাধান হয়ে যায়, সেই 'সব পেয়েছির দেশে' কি কোনও অভাব থাকবে না? অর্থশাস্ত্র অপ্রাসঙ্গিক হয়ে উঠবে? গ্যারি বেকার বলেছেন, সবচেয়ে মহার্ঘ্য বস্তু হল সময়, আর সব পেয়েছির দেশেও, দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টাই থাকবে, আর আমরা নশ্বরই থাকব। তার ওপর প্রাচুর্যের কারণে আমাদের সামনে এত বিকল্প থাকবে, যে সময়ের দাম আকাশছোঁয়া হবে। অর্থাৎ, মানুষের অস্তিত্বের মধ্যেই নিহিত আছে এই মৌলিক দ্বন্দ্ব! যুক্তিটা অর্থনীতির – পাঠ্যপুস্তকে লায়োনেল রবিনসের অর্থনীতি বিষয়টির সংজ্ঞা তো মহার্ঘ্য সম্পদকে নানা বিকল্পের মধ্যে বণ্টন করার মানুষ যে চয়ন সমস্যার মুখোমুখি হয়, তা বিশ্লেষণ করার শাস্ত্র। তবু যেন এই উপলব্ধির মধ্যে কোথাও যেন দর্শন বা এমনকি একটু কবিতারও ছোঁয়া আছে। অর্থনীতি শাস্ত্রকে আয়-ব্যয়-সঞ্চয় মুদ্রা-মূল্য-মন্দা এসবের পরিচিত গণ্ডি ছাড়িয়ে সাত সমুদ্দুর তেরো নদী পার করে নতুন নতুন দিগন্তে বিস্তার করে দেবার জন্যে তাই গ্যারি বেকারের অবদান ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অর্থনীতিবিদেরা ভুলতে পারবেননা, যতই মহার্ঘ্য হোক তাঁদের সময়।